সংগ্রাম

আজকের কাগজ

তারিখ 02 OCT 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

119

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক দফা ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ ঃ আহত ২০

কাগজ প্রতিবেদক ঃ গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী আসার আগে ও পরে ছাত্র-পুলিশ কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ও কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়ে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিপুলসংখ্যক পুলিশ, বিডিআর, সাদা পোশাকধারী পুলিশ ক্যাম্পাসে মোতায়েন করা হয়। নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ি, উপাচার্যের বাসভবন, কলাভবনের দক্ষিণ গেট, রোকেয়া হল, লাইব্রেরী, হাকিম চত্বর, শাহবাগ মোড়, দোয়েল চত্বর, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, জগন্নাথ হল, শামসুন্নাহার হলের সামনে পুলিশ শক্ত ব্যূহ রচনা করে। ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্মীরা লাইব্রেরী চত্বর থেকে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। পুলিশ বাধা দেয়। এখানে হালকা সংঘর্ষ হয় পুলিশের সঙ্গে। সকাল ১১টায় জগন্নাথ হলের শিববাড়ির কাছে পুলিশ ছাত্র সংঘর্ষে আহত হয় সাজ্জাদ হোসেন ও সুখেন্দুলাল। ছাত্রদের নিক্ষিপ্ত ইটের আঘাতে কর্তব্যরত একজন হাবিলদারের মাথা ফেটে যায়। এ সময় পুলিশ ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে কয়েক রাউন্ড কাঁদুনে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছোঁড়ে। এখানে ছাত্রদের ওপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ একটি সমাবেশ করে শামসুন্নাহার হলের গেটের কাছে। বক্তব্য রাখেন ইকবালুর রহিম, আক্তার হোসেন, পংকজ দেব নাথ।

খালেদা জিয়া চলে যাওয়ার পর ছাত্রলীগের একটি জঙ্গী মিছিল হাকিম চত্বর দিয়ে টিএসসিতে প্রবেশ করে। তারা খালেদা জিয়া ও উপাচার্যের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। বিক্ষোভকারীদের সামনের সারির কয়েকজন কর্মীর মুখ কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিলো। টিএসসি ভবনের প্রবেশ পথে এসে তারা ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে।

পুলিশ একটু নড়ে চড়ে উঠলে ছাত্ররা দৌড়ে শামসুন্নাহার হলের দিকে চলে যায়। পুলিশ তাদের পিছু ধাওয়া করে এবং এক পর্যায়ে লাঠিচার্জ করে। এ সময় ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী জিলানীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ছাত্র ঐক্যকর্মীরা এ সংবাদ পেয়ে উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে এবং জিলানীকে মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত অবস্থান করার ঘোষণা দেয়। পরে প্রক্টর, শিক্ষক ও ছাত্র নেতাদের প্রচেষ্টায় কন্ট্রোল রুম থেকে জিলানীকে ছাড়িয়ে আনা হয়। বিকেলে টিএসসিতে টানানো "প্রধানমন্ত্রীর আগমনে ডাকসু'র স্বাগতম" সম্বলিত একটি ব্যানার পোড়ানো হয়।

120

ইডেনে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ঃ আহত ৩৫

কাগজ প্রতিবেদক ঃ ইডেন কলেজে গতকাল দুপুরেও দু'দল ছাত্রীর মধ্যে মারামারি হয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ইডেন কলেজ শাখার কর্মীদের মধ্যে ছাত্রলীগ কর্মীদের এ সংঘর্ষ হয়েছে। ছাত্রলীগের বীথি ও মেরিসহ ১০ জন এবং ছাত্রদলের তৌহিদুর নাহার বিজলী আহত হয়েছে বলে উভয় সংগঠন দাবি করেছে। আহত ছাত্রলীগ কর্মিদের মধ্যে বীথি ও মেরী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরস্পরকে দায়ি করে উভয় পক্ষই লালবাগ থানায় দু'টি পৃথক মামলা দায়ের করেছে।

ছাত্রলীগ ইডেন কলেজ শাখা গতকাল সন্ধ্যায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে নেতারা জানান, ইডেন কলেজে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কর্মীরা সন্ত্রাস করছে। তারা জানান, ইডেন কলেজ ক্যাম্পাসে এখন কোনো ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী নেই। তারা অধ্যক্ষার বিরুদ্ধে ছাত্রদলের সন্ত্রাস পরিচালনা পৃষ্ঠপোষকতা করা ও একটি বিশেষ গোষ্ঠির দলবাজী করার অভিযোগ আনেন এবং তাঁর অপসারণ দাবি করেন।